

৪৩. তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে একখানা বিদায় অভিনন্দনপত্র/মানপত্র রচনা কর।

[রা. বো. '০১; য. বো. '৯৯; কু. বো. '১০; চ. বো. '১২, '০৭, '০১; ব. বো. '০৭, '০৪] [মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা; পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

অথবা, মনে কর, তুমি মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অবসরগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তাঁর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে একখানা মানপত্র রচনা কর। [ঢা. বো. '১১]

অথবা, এস, আই উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ-এর প্রধান শিক্ষকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর। [য. বো. '১৪; কু. বো. '০৪]

অথবা, মনে কর তুমি সুমন/সুমনা। ডি ডি কে উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট-এর শিক্ষার্থী। তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অবসরগ্রহণ উপলক্ষে একখানা মানপত্র রচনা কর। [ব. বো. '১৪]

অথবা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি বিদায় অভিনন্দনপত্র রচনা কর। [ঢা. বো. '০৫; কু. বো. '০৮; ব. বো. '০১]

অথবা, তোমার বিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে বিদায় অভিনন্দনপত্র রচনা কর। [সি. বো. '০৪; চ. বো. '০৫; ব. বো. '০৯]

..... উচ্চ বিদ্যালয়ের পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক জনাব.....এর বিদায় উপলক্ষে
শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে বিদায়ী!

গ্রামবাংলার সজীব প্রকৃতি আজ বিমর্ষ, বিষাদবিধুর, তাই প্রবহমান সমীরণে বেদনার সুর, সবার হৃদয় আঙিনায় গোপন-বেদনা, প্রিয় বিয়োগের করুণ আর্তিতে ব্যথাতুর।

হে শিক্ষাগুরু!

আপনি আজ বিদায় গ্রহণ করছেন, আমাদের নিকটতম সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন, সেজন্য আমাদের অন্তর গভীর বেদনায় মুহ্যমান। এত শীঘ্র যে আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, আমরা তা কোনোদিন কল্পনাও করি নি। জন্ম-মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি আবাহনের পরেই আসে বিসর্জনের বেদনাঘন মুহূর্ত। এটাই চিরন্তন, বিধির অলংঘনীয় বিধান।

“যেতে নাহি দিব হয়

তবু যেতে দিতে হয়,

তবু চলে যায়।”

হে বরেন্দ্র!

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা জীবনের প্রথম থেকেই আপনার মতো মহান ও সুদক্ষ শিক্ষকের সান্নিধ্যে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছি। আপনার অবিচলিত ধৈর্য, স্নেহমাখা ব্যবহার ও মধুবর্ণী ভাষণের কথা জীবনে কখনো ভুলব না। আপনার এ সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্বলে দিয়েছেন জ্ঞানের প্রদীপ, পথহারাকে দিয়েছেন পথের সন্ধান। আপনার প্রদত্ত জ্ঞান ও শিক্ষা স্রোতস্বিনী নদীর মতো আমাদের মন-মানসকে করেছে সরল ও উর্বর।

হে সুধী!

আপনার এ বিদায় বেলায় আমাদের মনে পড়ে কত কথা। কত সময় আমাদের স্বভাবসুলভ চাপল্য ও অশোভন আচরণ দ্বারা আপনার মর্মকে পীড়া দিয়েছি। আমাদের সে অনায়াসগলোকে শিশুসুলভ চপলতা মনে করে আপনার ক্ষমাসুন্দর ঔদার্য দ্বারা ক্ষমা করুন। আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি কর্মে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারি। আমাদের হৃদয় মন্দিরের বেদীমূলে জ্ঞানের যে পুত দীপশিখা আপনি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, তা আমাদের স্মৃতির বাসরে চির জাগরুক থেকে দিশারী হিসেবে আজীবন পথ দেখাবে।

পরিশেষে, পরম করুণাময় সকাশে প্রার্থনা করি, আপনার আগামী জীবন নিরাপদ, নিরাময় ও মঙ্গলময় হোক। আল্লাহ হাফেজ।

আপনার স্নেহের গুণমুগ্ধ শিক্ষার্থীবৃন্দ

... উচ্চ বিদ্যালয়, ...।

২০ জানুয়ারি, ২০২১

৪৭. যানজট নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ। [ঢা. বো. '০৯, '০৭; দি. বো. '১৩]
অথবা, শহরের যানজট নিরসনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ। [ঢা. বো. '১২]

২০. ০৩. ২০২১

সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক

৪০ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

বিষয় : চিঠিপত্র কলামে নিচের সংবাদটি প্রকাশের আবেদন।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় নিচের সংবাদটি প্রকাশ করলে বাধিত থাকব।

বিনীত—

তাহসান জামান মুক্ত
রায়সাহেব বাজার মোড়
জনসন রোড, ঢাকা।

যানজট : জনজীবন বিপন্ন

পুরনো ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড় এবং তাতিবাজার মোড় অল্প দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে। রায়সাহেব বাজার মোড়ের পূর্বদিকে যাত্রাবাড়িগামী রাস্তা, পশ্চিম দিকে তাতিবাজার, নয়াবাজার এবং গুলিস্তানে যাবার রাস্তা, উত্তর দিকে নবাবপুর হয়ে গুলিস্তান এবং দক্ষিণ দিকে সদরঘাট। আর তাতিবাজার মোড়ের পূর্বদিকে রায়সাহেব বাজার মোড়, পশ্চিমে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু। সে সেতু দিয়ে চলাফেরা করে দক্ষিণবাজার অধিকাংশ গাড়ি। উত্তর দিকে গুলিস্তান। দক্ষিণ দিকে তাতিবাজার ও শাখারি বাজার, কোর্ট-কাচারি ইত্যাদি। যে কারণে এ অঞ্চলটি পুরনো ঢাকার ব্যস্ততম অঞ্চল। অভ্যন্তরীণ গাড়ি চলার পাশাপাশি সদরঘাট হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নদীপথে যাবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে জনসন রোড— যা তাতিবাজার, রায়সাহেব বাজার হয়ে সদরঘাট গিয়েছে। অন্যদিকে মুঙ্গীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, বরিশাল বিভাগ এবং খুলনাগামী গাড়ি তাতিবাজার মোড় হয়ে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু দিয়ে চলাচল করে। যে কারণে এ অঞ্চল যথার্থই ব্যস্ত অঞ্চল। অধিকাংশ সময় যানজটের কবলে পড়তে হয় যাত্রীদের। এ অঞ্চলে রয়েছে পুরনো ঢাকার অফিস আদালতসহ বেশ কটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ঢাকা জজকোর্ট, ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট গ্রেগরী এবং সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল এ অঞ্চলে। কবি নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মুসলিম স্কুল, কলেজিয়েট স্কুলের অবস্থানও এ অঞ্চলে। তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নদী বন্দর সদরঘাটও এ অঞ্চলে। ফলে লাখ লাখ লোকের চলাচলের প্রয়োজনে রিকশা থেকে শুরু করে ট্রাক পর্যন্ত চলাচল করে এ অঞ্চল দিয়ে। এত লোকের জন্য কত যানবাহন প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। ফলে যানজট প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে। সাধারণ পথচারী থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ এখন চরমে।

বর্তমানে এ অঞ্চলের অবস্থা স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা। সর্বসাধারণ এ থেকে পরিত্রাণ কামনা করে। যে কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের যথার্থ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এ অবস্থার উন্নতি তথা যানজট থেকে পরিত্রাণ সর্বসাধারণের প্রাণের দাবি।

নিবেদক—

সর্বসাধারণের পক্ষে,
তাহসান জামান মুক্ত
রায়সাহেব বাজার মোড়
জনসন রোড, ঢাকা।

[বিশেষ দৃষ্টব্য : পত্রের শেষে ডাকটিকেট সংবলিত খাম ও ঠিকানা ব্যবহার অপরিহার্য।]

নিচে নমুনাধরূপ কয়েকটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো—

১. বিদ্যালয়ের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [পাবনা ক্যাডেট কলেজ; খিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মোমেনশাহী; শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা; মিলেনিয়াম স্কলারশিপ স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, নীলফামারী; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর; দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর; মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ডা. খানসাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী; নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর; সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর; বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা; লায়স স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর; সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট; দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; বু বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

অথবা, মনে কর, তুমি তামিম। দিনাজপুর জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [রা. বো. '২০]

অথবা, মনে কর, তুমি রাশেদা। সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী। তোমাদের বিদ্যালয়ে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন সম্পর্কে একখানা প্রতিবেদন তৈরি কর। [চ. বো. '২০]

অথবা, মনে কর, তুমি মামুন, বগুড়া জিলা স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের বিদ্যালয়ের 'সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' উদযাপন সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [রা. বো. '১৫; য. বো. '১৯; দি. বো. '১৭, '১৫]

অথবা, মনে কর, তুমি পলাশ। রংপুর জিলা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণনা দিয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবরে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [সি. বো. '২০, '১৯; ব. বো. '১৬; ব. বো. '২০]

২৫ জুলাই, ২০২১

প্রধান শিক্ষক

লাইসিয়াম স্কুল, ময়মনসিংহ।

বিষয় : বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

জনাব,

সম্প্রতি সমগ্র বিদ্যালয়ের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ/বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আপনার অবগতির জন্য একটি প্রতিবেদন পেশ করছি—

১. গত ১৫ জুলাই থেকে ২১ জুলাই, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ/বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদযাপিত হয়েছে। এতে যে সমস্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হলো— বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা, কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, রবীন্দ্র সংগীত; নজরুল গীতি, আধুনিক গান, পল্লীগীতি ও ভাওয়াইয়া। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে উচ্চ লাফ, লম্বা লাফ, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, সাইকেল দৌড়, ভার উত্তোলন ও দড়ি লাফ।
২. বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সর্বসাকুল্যে এই প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। প্রতিদিন প্রথম আড়াই ঘণ্টা নিয়মিত ক্লাসের পর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।
৩. প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা ছিল। পুরস্কার হিসেবে বাছাইকৃত ও প্রয়োজনীয় বইপুস্তক প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারের মোট মূল্যমান ছিল পাঁচ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ হয়েছে দশম শ্রেণির ছাত্র সহিদুল ইসলাম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্রী তানিয়া তাসমিন। তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
৪. অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন বরেণ্য কবি আল মাহমুদ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রখ্যাত কবি ও গবেষক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী।
৫. সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ এতে প্রতিফলিত হয়েছে। দর্শকদের উপস্থিতি এবং সুশৃঙ্খলার সাথে অনুষ্ঠানটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শাহরিয়ার নাকিস সিফাত

প্রতিবেদক

দশম শ্রেণি, রোল নং ২, লাইসিয়াম স্কুল

৭. বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লেখ।

[কু. বো. '১৫]

[বাজশাহী ক্যাডেট কলেজ; সেন্ট থমাস হোমিওপ্যাথি স্কুল, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, দাশমনিরহাট; কলেজের পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, শীলফার্মারী; জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; গড়, শ্যাবেরটরী হাই স্কুল, কুমিল্লা; শ্যাম স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর; কে.এম পতিফ ইনস্টিটিউট, পিরোজপুর; বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; দাশমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; বি.কে.জি.সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ; ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, ঢাকা; শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী]

অথবা, মনে কর, তুমি বকুল। 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [রা. বো. '২০]

অথবা, মনে কর, তুমি সাজিদ। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

[চ. বো. '১৯, '১৭]

অথবা, 'দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপন্ন' এই শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

[চ. বো. '১৬]

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি : জনজীবন বিপর্যস্ত

স্টাফ রিপোর্টার 'দৈনিক যুগান্তর'— ঢাকা ১৭ আগস্ট, ২০২১ : জীবজগতের প্রতিটি জীব তথা প্রাণীকেই খেয়েপরে জীবনধারণ করতে হয়। মানুষ জন্মের পর থেকেই বাঁচার তাগিদে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য স্থিতি করতে শিখেছে। সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে আর দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোকে পড়িত মানুষেরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মোটামুটি পাঁচ ভাগে চাহিদাগুলোকে ভাগ করা হয়েছে। আর এ চাহিদাগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যই হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। যা না হলে মানুষের একদণ্ডও চলে না। তাহলে খুব সহজেই অনুমেয় এর কোনো একটি দ্রব্যের মূল্য যদি ক্রোড়ের সাধারণ বাইরে চলে যায় তাহলে তার জীবন অনেকাংশে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের দিকে একটু সচেতন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই দেখা যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কী রকম উর্ধ্বগতি। খাওয়া-পারার জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি দ্রব্যসামগ্রীর দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করছে দ্রব্যের মূল্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন দ্রব্যের এ মূল্য বৃদ্ধি। খুব সহজেই এর কারণগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। ব্যবসায়ী শ্রেণির মুনাফালোভী মনোভাবকেই এর জন্য দায়ী করা যায়। এছাড়া আরও ছোট ছোট কিছু কারণ রয়েছে, তবে সেগুলো গৌণ। মজুদদাররা দ্রব্য গুদামজাত করে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল কিনা সে দিকে তাদের খেয়াল খুব কমই। তাদের ধারণা যেহেতু দ্রব্যটি মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম সেহেতু যেকোনো উপায়ে দ্রব্যটি তারা ক্রয় করতে বাধ্য। দ্রব্যমূল্যের এ উর্ধ্বগতিতে কেবল মজুদদার শ্রেণি নয় বিভিন্ন এনজিও, সাম্রাজ্যবাদী চক্র ও পুঁজিপতি শ্রেণিরও হাত রয়েছে। আর সরকারের অর্থবিসয়ক মন্ত্রণালয় তাদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে এর বিরুদ্ধে কোনো জোড়ালো পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আর একটি কারণ হচ্ছে—সরকারি চাকরিজীবীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি। সরকারি চাকরিজীবীরা যে হারে মহার্ঘ ভাতা পেয়ে থাকেন দ্রব্যের মূল্য সে হারে না বেড়ে; বরং জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। ফলে তাদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি কেবল স্বপ্নের জাল বোনার মতো। তাছাড়া বেসরকারি বা আধা সরকারি চাকরিজীবীরা এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে বাজারে গেলেই তাদের নাভিস্বাস ওঠে। তাই সরকার, সচেতন শ্রেণি ও সর্বস্তরের জনসাধারণের উচিত এর প্রতিকারের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালেই দেখা যায়, যে দেশেই দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়েছে সে দেশেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। দেশে নামেমাত্র গণতন্ত্র না থেকে যদি সত্যিকারের জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এর আশু প্রতিকার সম্ভব হবে। মুনাফালোভী, দুর্নীতিবাজ কালোবাজারি-ব্যবসায়ী শ্রেণি, ঘুষখোর কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ কবতে হবে, মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে আনতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী মুনাফাচক্রকে রোধ করতে হবে। তাহলেই দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাবে। জনমনে হতাশা, ক্ষোভ দূর হয়ে শান্তি ফিরে আসবে। বাজারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে জনমানসের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সদাশয় সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আ. হ. ম. কামাল

প্রতিবেদক